দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 FEB 1997... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩.....

93

শতাধিক রাঃবিঃ শিক্ষকের কালো ব্যাজ ধারণ ও প্রতিবাদ র‍্যালি

সরকার ৯ মাসে ৬ জন ভিসি ও ৭ জন প্রো-ভিসিকে অপসারণ করে বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে

রাঃবিঃ রিপোর্টার ঃ ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট লংঘন করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ভিসি প্রফেসর ডঃ এম ইউসুফ আলীকে অবৈধ, বে-আইনী ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নগ্নভাবে অপসারণ করে দলীয় নেতাকে ভিসির দায়িত্ব দেয়ার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের ব্যানারে শতাধিক শিক্ষক গতকাল ক্যাম্পাসে কালো ব্যাজ ধারণ ও প্রতিবাদ-র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক ও কাজলা হতে মেইন গেট পর্যন্ত ঢাকা রোড প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনের সম্মুখস্থ আমতলায় এক প্রতিবাদ-সমাবেশে মিলিত হয়। প্রফেসর কোরবান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ডঃ কুদরত-ই-গুল মাহতাব ওয়ালী, প্রফেসর ডঃ উমার আলী, তারেক ফজল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় প্রশাসনে দলীয়করণের অংশ হিসেবে ৯ মাসে ৬ জন ভিসি ও ৭ জন প্রো-ভিসিকে অপসারণ করে বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে দিয়ে সরকার এক তান্ডবলীলা চালাচ্ছে। বক্তারা চ্যান্সেলরের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, একশ বছর আগের ঔপনিবেশিক শক্তির প্রণীত ১৮৯৭ সালের অকার্যকর ও কালো আইন দ্বারা সিনেট কর্তৃক সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত ভিসিকে অফসারণ করে গণতন্ত্রের পিঠে কুঠারাঘাতই শুধু করা হয়নি, উপরন্তু প্রশাসনে দলীয়করণের এক নীলনকসার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চ্যান্সেলরের এই আদেশ '৭৩-এর এ্যাক্টের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। তারা অভিযোগ করেন, এর মাধ্যমে শিক্ষকদের তথা প্রশাসনের কর্তাদের স্বাধীনতা খর্ব করে গায়ের জোরে সারা দেশে অপকর্ম করা হচ্ছে। বক্তারা বলেন, সরকার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে উঁচু দরের একটা নীচুতার পরিচয় দিয়েছে। বক্তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসিকে ফটোকপির ভিসি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ক্ষমতা বহির্ভূত ও বিদ্বেষ প্রসূত কাজ করে প্রশাসনে ইতোমধ্যেই তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছেন।